প্রেস রিলিজ

তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৬

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল: নকলের অভিযোগে বাউবির কঠোর ব্যবস্থা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) পরিচালিত বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২৫-এর ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা চলাকালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রকাশ্যে নকলের অভিযোগ ওঠে। এ সংক্রান্ত সংবাদ গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা নকলমুক্ত, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে অনভিপ্রেত এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ হলো:

- কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে।
- বাতিলকৃত কেন্দ্রের পরিবর্তে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর-কে নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ০৭ (সাত) জন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
- গত ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং জনাব মোঃ রফিক-উজ-জামান দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং নকল প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২৫-এর সকল কার্যক্রম থেকে আজীবনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- ঘটনাটি তদন্তের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান-কে আহ্বায়ক করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ঘটনায় দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নকল বা পরীক্ষায় কোনো ধরনের অসদুপায়ের বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করে। একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোনো চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। এ ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

উপাচার্য পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ও কক্ষ পরিদর্শকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাউবির উপাচার্য কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও প্রহারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি এ ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

মোঃ খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd